প্রথম আলো

18 JAN 2013
কলাম 2

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

# গণধর্ষণের প্রতিবাদে মানববন্ধন ছাত্রলীগ নেতার বাধা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ●

টাঙ্গাইলের মধুপুরে স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আয়োজিত মানববন্ধনে বাধা দিয়েছেন ছাত্রলীগের এক নেতা। গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ৬ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের মধুপুরে স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ এবং জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জেলার সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যানারে মানববন্ধন করা হয়।

সকাল ১০টার দিকে ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জহুরুল হকের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সিনেট ভবনের সামনে মানববন্ধনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও টাঙ্গাইল জেলার শিক্ষার্থী জহিরুল হক জাকির সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্যানার কেড়ে নেন এবং কর্মসূচি পালনে নিষেধ করেন। বাধার মুখে তাঁরা মানববন্ধন না করে চলে যান।

মানববন্ধনের প্রস্তুতিকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ফজলুল হক, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জি এম সফিউর রহমান, গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. হারুন-অর রশিদসহ জেলার শিক্ষার্থীরা। ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জহুরুল হক বলেন, 'আমি রাজনীতি করলেও রাজনৈতিক কারণে সেখানে যাইনি। সাধারণ শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁদের সমর্থনে সেখানে উপস্থিত হয়েছি মাত্র।'

মানববন্ধনে অংশ নিতে যাওয়া ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জি এম সফিউর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ছাত্রলীগ নেতার বাধা দেওয়াটা উচিত হয়নি।' দলমত-নির্বিশেষে সবাই মিলে মানববন্ধন আয়োজন করা হবে বলে তিনি জানান।

ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জহিরুল হক জাকির বলেন, 'আমি নিজেই টাঙ্গাইল জেলার একজন শিক্ষার্থী। আমিসহ টাঙ্গাইল জেলার অনেক শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির ব্যাপারে না জানিয়ে ছাত্রদল নেতা রোজ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য মানববন্ধন করতে চেয়েছিল, তাই আমি নিষেধ করেছি।'

এদিকে টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গতকালের মানববন্ধন স্থগিত করে সবার সম্মতিক্রমে আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় এ কর্মসূচি পালন করা হবে।